রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৪, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/১৪ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ২১০-আইন/২০১৮।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০(২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **শিরোনাম**।—(১) এই বিধিমালা মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাব কোষের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) **"নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সরকার বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোনো পদ;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তফসিল-১ এর কলাম (৫) এ উল্লিখিত যোগ্যতা;

(চ) "শিক্ষানবিশ" অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি; এবং

(ছ) "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড বুঝাইবে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) তফসিল-১ এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে কোনো পদে নিম্নবিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না, যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিল-১ এর কলাম (৩) এ বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে এডহক ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাঁহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

৪। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাবহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশ নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে এবং তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন এবং স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, গ্রেড ১৩-১৬ এর কোনো পদ হইতে গ্রেড ১০ এর কোনো পদে এবং গ্রেড ১০ এর কেনো পদ হইতে গ্রেড ৯ এর কোনো পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৬। শিক্ষানবিশ।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশ স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সরাসরি নিয়োগের যোগদানের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ বা মেয়াদসমূহ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাঁহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাঁহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ,—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ,—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে তাঁহার চাকরি স্থায়ী করিবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সম্পাদনের মান সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন, এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না, যতক্ষণ না সরকারি আদেশবলে, সময়ে সময়ে, যে পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭। **বিশেষ বিধান**।—(১) তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোন ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'হিসাব রক্ষক' পদটি 'সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা' এবং 'সহকারী হিসাবরক্ষক' পদটি 'হিসাবরক্ষক' হিসাবে অভিহিত হইবে এবং উভয় পদে কর্মরত কর্মচারীর পূর্ব পদের চাকরির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(৩) যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ৫০(পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীর শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৪) তফসিল-১ এর ক্রমিক নং ৭, ৮, ৯ ও ১০ এর কলাম (৫) এ উল্লিখিত ফটোকপি অপারেটর, অফিস সহায়ক (উচ্চ স্কেল), অফিস সহায়ক ও প্লেইন পেপার কপিয়ার পদ বলতে 'বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪' এবং ডেসপাস রাইডার পদ বলতে 'নিম্নমান সহকারী-তথা-মুদ্রাক্ষরিক, প্লেইন পেপার কপিয়ার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী ও এম,এল,এস,এস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংযুক্ত অধিদপ্তর) বিধিমালা, ১৯৯৩' এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে বুঝাইবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাব কোষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৫ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার আওতায় যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার অধীনে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালা জারির তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীনে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল

[বিধি ২ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-	পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদিলর মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: (ক) অতিরিক্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। প্রেষণে বদলীর ক্ষেত্রে: সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে।
২।	অতিরিক্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: (ক) কোষাধ্যক্ষ পদে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর অথবা হিসাবরক্ষক পদে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা বাণিজ্য বিভাগে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে। (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: (ক) কোষাধ্যক্ষ পদে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর অথবা হিসাবরক্ষক পদে অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা বাণিজ্য বিভাগে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রী; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে। (গ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।